তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত

লেখক: হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

সংকলক: আল-আমিন

প্রকাশ কাল: আগষ্ট ২০২২

দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়: অন্তিম প্রকাশনী

হাদিয়া: ৬০ টাকা

* লেখক পরিচিতি *

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তার স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চিনে। পিতা আব্দুল কাদের বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

পিতার দিক থেকে, আব্দুল কাদের বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল যোবায়েরী (রহিঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারত বর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে বদরী কাফেলা নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তার মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অত:পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্ধি থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

মাতার দিক থেকে, সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্থানের বেলুসকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অত:পর তার নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অত:পর বড় বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারত বর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস লেখক আব্দুল করিম মোতেম। (পৃষ্ঠা-৩০৬)

উপহার

নাম: --

ঠিকানা: --

তারিখ : ------------------

যার পক্ষ থেকে

নাম: --

ঠিকানা: --

মোবাইল : ------------------ **তারিখ :** ------------------

ভূমিকা

যাবতীয় প্রসংশা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি জগৎ সমূহের একমাত্র প্রভু। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাছুল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি, তাঁর পরিবারের প্রতি এবং তাঁর ছাহাবীগণ رضي الله عنهم এর প্রতি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! চেয়েছিলাম যে, তা'লীমুল ইসলাম নামক বইটি প্রথম পর্ব লেখা শেষ করেই কিছু সময়ের জন্য বই লেখা থেকে বিরত নিব। করলামও তাই, কিন্তু এরই মধ্যে সাতক্ষীরার শেখ জুয়েল রানা ভাই পরামর্শ দিলেন বর্তমান সময়ের যুবসমাজকে নিয়ে উপদেশ মূলক ছোট্ট একটি বই লেখার জন্য। তার পরামর্শে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুবক ভাইদের লক্ষ্য-করে উক্ত বইটি লিখলাম। আর শেখ ভাই এর রাখা নামটিতেই বইটির "তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত" নামকরণ করলাম।

আমি আশা করি, যুব সমাজ আমলের উদ্দেশ্যে মনোযোগ দিয়ে বইটি পাঠের মাধ্যমে তাদের অন্তরে নাড়া দিবে। ফলে লক্ষ্যহীন পথ চলা যুবক ভাইদের লক্ষ্য স্থির করা সহজ হবে। আর অবশ্যই একজন মুমিন বান্দার লক্ষ্য থাকা উচিৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত লাভের।

অত:পর বইটি যদিও যুবক ভাইদের লক্ষ্য করে লেখা তবুও, বইটি সকল শ্রেণীর মানুষদের জন্যই মনোযোগ দিয়ে পাঠের শেষে স্থির হয়ে ভাববার বিষয়। কারণ তাতে রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহতার আলোচনা, যা থেকে আমাদের সকলেরই সতর্ক হওয়া অতিবও জরুরী। আর রয়েছে- আল্লাহর নি'য়ামত পূর্ণ জান্নাতের আলোচনা, যা আমাদের সকলেরই আশা-আকাংখার বিষয় হওয়া জরুরী। আর এই দুইটি বিষয়ের বয়ান নিয়েই পৃথিবীতে আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন হয়ে ছিলো। যার জন্যই আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর একটি উপাধী হলো "নাযীর" (জাহান্নাম থেকে) সতর্ককারী। আর একটি উপাধী হলো "বাশির" (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! কাজেই আমি উক্ত বইটিতে লক্ষ্যহীন অসতর্ক যুবকদেরকে যেমন জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করেছি, তেমনই জান্নাতের

লক্ষ্যস্থির করা, সতর্ক যুবকদের মনে উৎসাহ ও আশা জাগানোর চেষ্টা করেছি।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন, উক্ত বইটি পাঠের মাধ্যমে আমাদের সকলের অন্তরেই হিদায়াতের পূর্ণ আলো জাগিয়ে দেন এবং আমাদের সকলকেই নিজের অন্তরে জাহান্নামের ভয় রেখে সতর্ক হয়ে এবং জান্নাতের আশা নিয়ে ইখলাছের (একনিষ্টতা) সাথে ঈমান রেখে আমল করার তাওফিক দান করেন। "আমীন"।

অত:পর আমি সেই সকল ব্যক্তিগণের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করি-তাদের জন্য যারা এই বইটি লেখার শুরু থেকে প্রকাশনা ও পাঠকদের নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আমাকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে বইটি লিখতে শব্দ বা বানানে কিংবা ভাষাগত কোন ভুল যদি পাঠকদের দৃষ্টিতে আসে, তবে আশা করি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

অত:পর-পাঠকদের পাঠানো উত্তম পরামর্শ যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে। "ইনশাআল্লাহ"

নিবেদক

লেখক

হাবিবুল্লাহ মাহমুদ

২৫/১২/২০২১

পরম করুনাময় ও দায়ালু আল্লাহর নামে

হে যুবক! তুমি কোথায় চলেছো? তুমি কী ভুলে গেছো তোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে? এক সময় এই দুনিয়াতে তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। তুমি জেনে নাও তোমার প্রভূর বানী, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম কাঠামো দ্বারা। তিনি বলেন-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١

অর্থ: "মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা।" (সুরা দাহরঃ আয়াত-১)

হে যুবক! তুমি তো সৃষ্টি হয়েছ,

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨

অর্থ: "তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" (সুরা আস-সাজদাহ, আয়াত : ৮)

তবে তোমার কিসের এতো অহমিকা? তুমি কী রূপে সেই প্রভুকেই ভুলে রয়েছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন? তুমি তোমার প্রভুর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, যখন তোমার প্রভু তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন-

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨

অর্থ: "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। (সুরা আল-ইনফিতার, আয়াত: ৬-৮)

বলো, সেই উত্তর কি তোমার নিকট আছে??

হে যুবক! তুমি কী তোমার যৌবনের ধোঁকায় পড়েছো? তবে জেনে রাখো তোমার যৌবনের জোয়ারে একদিন ভাটা আসবেই তুমি কেন ভুলে যাও, তোমার দাদাও একদিন তোমার মতই যুবক ছিলো।

হে যুবক! তুমি তোমার যৌবনের অহমিকা প্রদর্শনের জন্য বিড়ি, সিগারেট, জর্দা বা বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবনের অভ্যাসের দিকে ধাবিত হচ্ছো? তবে যেনে রাখ, রাছূল ﷺ-এর বানী, তিনি বলেছেন-“যে ব্যক্তি মাদক সেবন করে, তার জন্য আল্লাহর অঙ্গিকার হলো, তিনি তাকে ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ পান করাবেন। ছাহাবী رضي الله عنه গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাছূল ﷺ ‘ত্বীনাতুল খাবাল‘ কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ-রক্ত।

(ছহিহ মুসলিম হাঃ ৫৩৩৫, নাসাঈ ৫৭০৯)

তবুও কী তুমি সেই দিকে ধাবিত হবে?

হে যুবক! তুমি কী তোমার প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হয়ে অনৈসলামিক গান-বাজনা শ্রবনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছো? তবে জেনে রাখ তোমার প্রভুর বানী, তিনি বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

অর্থ: “মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে, আল্লাহর রাস্তা (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার কথা ক্রয় করে। (সুরা লুকমান, আয়াত: ৬)

আল্লাহর নবী ﷺ-এর ছাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) আল্লাহর কসম করে বলেছেন-উক্ত আয়াতে ‘অসার কথা’ বলতে (অনৈসলামিক) গান বুঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর ৬/৩৩৩)

তবুও কী তুমি সেই গান-বাজনা শ্রবনেই অভ্যস্ত হবে, যেই গান-বাজনা তোমাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে?

হে যুবক! তুমি কী তোমার যৌবনের মূল্যবান সময়টুকু কোন নারীর সাথে অবৈধ মেলা-মেশার উদ্দেশ্যে ব্যয় করছ? অথচ তোমার প্রভু তোমার নিকট থেকে তোমার যৌবনের হিসাব নিবেন। তখন তোমার প্রভুর নিকট তোমার যৌবন কালের কী হিসাব দিবে, তা কী তুমি ভেবে দেখছ??

হে যুবক! তুমি যদি কোন নারীর সাথে অবৈধ মেলামেশার উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় করে থাকো, তবে জেনে নাও, তোমার বোনও একজন নারী।

হে যুবক! তোমাকে একটি গল্প বলছি যা, শ্রদ্ধেয় শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী সাহেব তার “হে আমার ছেলে” বইটিতে উল্লেখ করেছেন- জনৈক বিদ্বান বলেন, আমি একবার রাস্তায় দাড়িয়ে এক বন্ধুর আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় আমার সামনে একটি স্বরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, দেখলাম একজন যুবক এসে রাস্তার ঠিক মাঝখানে বসে গেল। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপকর্মের কথা প্রকাশ করছিল। তাদের একজন বলতে লাগলো, হে বন্ধুরা! তোমরা কী আমার অমুক বান্ধবীকে চেন? সত্যিই সে আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী। দিনে ও রাতে সে আমার সাথে মোবাইল ফোনে অনেক বার কথা বলে, আমিও তাই করি তার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই গভীর ইত্যাদি, ইত্যাদি। আরও অনেক লোহমর্ষক অপকর্মের কথা। অন্যরাও অনুরূপ অনেক ঘটনা বলাবলি করল। পরিশেষে তারা সেই স্থান থেকে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর আরেক দল যুবক এসে একই স্থানে বসে গেল। তারাও পূর্বোক্ত যুবক দলের ন্যায় নিজ নিজ অপকর্মের গল্প জুড়ে দিল। তাদের একজন ঠিক ঐ স্থানে বসল, যেখানে একটু আগে এক যুবক তার প্রেমিকার গল্প করেছিল। সে বলতে লাগলো, হে বন্ধুরা! একটু আগে এখানে যেই যুবকটি বসেছিল, তোমরা কী তাকে চেন? তোমাদের কী জানা আছে তার বোন আমার বান্ধবী? সত্যিই সে আমার বান্ধবী। আমি তার সাথে দিনে ও রাতে যোগাযোগ করি, সেও আমার সাথে প্রেমের শিকলে আবদ্ধ। আমাকে ছাড়া সে বাঁচবে না। আমিও তার জন্য পাগল ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

সুবহানাআল্লাহ! যেমন কর্ম তেমন ফল। কাজেই তুমি সেই অবৈধ মেলামেশার পেছনে সময় ব্যয় করা থেকে ফিরে আসো।

হে যুবক! তোমার প্রভু তোমাকে বিনম্র-বিনয়ী হতে আদেশ দিয়েছেন। আর অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। তুমি কেন মূল্যবান পোশাক পরিধান করে দাম্ভিকতার সাথে হেটে চলেছ? কেন তুমি তোমার চাল-চলনে অহংকার প্রকাশ করছো? কেন তুমি বিভিন্ন স্টাইলে মাথার চুল ছেটেঁ সিঁথি কেটে গর্ব অনুভব করছো? তুমি কী জান, অতীতকালের তোমারই মতো এক ব্যক্তির ঘটনা? তবে জেনে নাও আল্লাহর রাছুল ﷺ-এর বানী (অতীতকালে) “কোন এক ব্যক্তি

মূল্যবান পোশাক পরিধান করে দাম্ভিকতার সাথে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিলো। সে মাথায় সিঁথি কেটে ও চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রকাশ করে চলছিলো। হঠাৎ আল্লাহ তাকে ধ্বসিয়ে দিলেন। কেয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে ধ্বসতে থাকবে।"

(রিয়াদুস সলিহীন হাঃ-৬২০)

হে যুবক! তুমি জেনে নাও, লুকমান (আঃ) এর দেওয়া উপদেশ, যা তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

অর্থ: হে বৎস! অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিওনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধত ভাবে বিচরণ করিওনা নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযত ভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করিও। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

(সুরা লুকমান, আয়াত: ১৮, ১৯)

হে যুবক! তুমি কী তোমার যৌবনে বাহুতে থাকা শক্তির অহমিকা করছো? তবে জেনে নাও-তোমার চেয়েও শক্তিশালী অহংকারীদের অবস্থান সম্পর্কে। তোমার প্রভু সেই ইতিহাস স্বরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করে বলেন-

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

অর্থ: "তারা কি যমীনে ভ্রমন করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিনাম কেমন হয়েছিল। তারা শক্তিতে তাদের চেয়েও প্রবল ছিল। আর তারা জমি চাষ করত এবং তারা এদের আবাদ করার চেয়েও বেশী আবাদ করত। বস্তুতঃ আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি যুলম করত।"

(সুরা আর-রুম, আয়াত : ৯)

"তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত"

হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, তোমার সেই অবস্থার কথা। যখন কোন এক ঘরের বারান্দায় তোমাকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হবে। অথচ তোমার নিজেরও একটি ঘর রয়েছে। যেখানে তুমি নিজ ইচ্ছায় ঢুকতে-বের হতে। তোমাকে দেখার জন্য তোমার প্রতিবেশি ও স্বজনদের ভিড় জমে যাবে। যা তুমি উপলব্ধী করলেও জিজ্ঞেস করতে পারবে না, তোমার নিকট তাদের কেন এতো ভিড়।

হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, সেদিন তোমার কী অবস্থা হবে? যেদিন তোমার প্রতিবেশি ও স্বজনেরা তোমাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাবে, অথচ তুমি তোমার গোসলের পানি দেখে বলতে পারবে না তা তোমায় শরীরে সহ্য উপযোগী গরম হয়েছে? না কী? তা থেকেও বেশি গরম হয়েছে? সেদিন তুমি অসহায় হয়ে শুয়ে থাকবে, অনুভব করবে ঠিকই কিন্তু কিছুই বলতে পারবে না।

হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, সেই অবস্থার কথা! যখন তোমার প্রতিবেশি ও স্বজনরা তোমারই বাড়ি থেকে তোমার খাটটি কাঁধে নিয়ে তোমার বাড়ির গেট দিয়ে তোমাকে বের করবে চিরদিনের জন্য। যেখানে তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না। অথচ এই বাড়িতেই একদিন তুমি তোমার অধিকার দেখিয়েছ। পিতা-মাতার বকুনি শুনে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছো অথচ সেই বাড়ির মায়া ভুলতে পারনি। আবার সেই বাড়িতেই পিতা-মাতার কাছে ফিরে এসেছ।

হে যুবক! তুমি কী এই দুনিয়ার মোহে পড়ে তোমার মহান প্রভুকেই ভুলে গেছো? তবে জেনে নাও, তোমার দয়াময় প্রভুর উপদেশ-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

অর্থ: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা, সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (অর্থ্যাৎ শয়তান) যেন তোমাকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চনা না করে।" (সুরা লুকমান, আয়াত: ৩৩)

তোমার প্রভু বলেন-

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۝

অর্থ: "এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়, যদি তারা জানত।" (সুরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৬৪)

হে যুবক! তোমার প্রভু তোমাকে অনার্থক সৃষ্টি করেন নি। অনার্থক সৃষ্টি করা তোমার প্রভুর কাজ নয়। তোমার প্রভু বলেন-

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ۝

অর্থ: "আমি কোন কিছুই অনার্থক সৃষ্টি করিনি।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত:১৬)

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

অর্থ: "কাজেই তোমাকেও সৃষ্টির পেছনেও তোমার প্রভুর উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো-তুমি তোমার প্রভুর ইবাদত করবে।" (সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

হে যুবক! তুমি কী তোমার পরিবারের জীবিকা সন্ধানের অযুহাতে তোমার প্রভুর ইবাদত করা থেকে অমনোযোগী হয়ে থাকো? তবে জেনে রাখ, তোমার দ্বায়িত্ব হলো আগে তোমার প্রভুর ইবাদত করা। তারপরে তুমি তোমার ও তোমার পরিবারের সদস্যদের জীবিকার সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ো। তোমার প্রভু বলেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

অর্থ: "ছলাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়য় পড়বে এবং আল্লাহকে অধিক স্বরণ করবে, যাতে তোমার সফলকাম হও।"

(আল মুজু'আহ, আয়াত: ১০)

তুমি ভুলে যাবে না যে, যখন তুমি তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছলাত সমাপ্ত করে তোমার কাজে অর্থাৎ জীবিকার সন্ধানে বের হবে, তখন তোমার প্রভু তোমার কাজে বরকত দান করে তোমার জীবিকা বৃদ্ধি করে দিতে সক্ষম। কেননা, জীবিকা দানকারী একমাত্র তোমার প্রভুই।

হে যুবক! তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য জীবিকা সন্ধানের অযুহাতে তোমার প্রভুর ইবাদত করা থেকে বিমুখ হয়ে আছ। তুমি কী জান, তোমার পরিবারের এই সদস্যদের তোমার জন্য কী ভূমিকা হবে? যখন তুমি অসহায় হয়ে তোমার প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে যাবে? তবে জেনে নাও, সেই দিন সম্বন্ধে তোমার প্রভু বলেন-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ۝ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ۝ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ۝

অর্থ: "সেই দিন মানুষ পলিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি থেকে। সে দিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।" (সুরা আবাসা, আয়াত: ৩৪-৩৭)

হে যুবক! ভেবে দেখ-তোমার পিতাও তোমার জন্য জীবিকা সন্ধানের অযুহাতে তোমার প্রভুর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে আছে। অথচ সেই দিন তোমার পিতা সেই দিন তোমার নিকট থেকে পলায়ন করবে। অনুরূপ ভাবে তুমিও তোমার সন্তনের জীবিকা সন্ধানের অযুহাতে তোমার প্রভুর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে রইলে অথচ সেই সন্তানের নিকট থেকেই তুমি সেই দিন পলায়ন করবে। একই ভাবে তোমার সন্তান একই কাজ করবে।

হে যুবক! তবুও কী তুমি সেই অযুহাতেই তোমার মহান প্রভুর ইবাদত থেকে বিমুখ থাকবে? না কি তুমি দুনিয়ার মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছো। তবে জেনে রাখ, তোমার এই মোহাচ্ছন্ন সম্পর্কে তোমার প্রভুর উপদেশ বানী তিনি বলেন-

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ۝ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۝

অর্থ: "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না, তোমরা কবরে সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে, তারপর কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। কখনো নয়, তোমাদের যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে! তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। তারপর তোমরা তা

নিশ্চিত চাক্ষুষ দেখবে। তারপর সে দিন অবশ্যই তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সুরা আত-তাকাসুর, আয়াত: ১-৮)

হে যুবক! উপরে উল্লেখিত তোমার প্রভুর বাণীগুলো তুমি আবার পড়ে দেখ, আর স্থির হয়ে ভাব। তোমার প্রভু তোমাকে কিরূপ সতর্ক করছেন।

হে যুবক! তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরে আসো, তোমার প্রভুর ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ হও।

হে যুবক! আমি তোমাকে আবার বলছি তোমার প্রভু তোমাকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই, অনর্থক সৃষ্টি করা তোমার প্রভুর কাজ নয়। তোমার প্রভু তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে।

হে যুবক! তুমি কী জানো, তোমার প্রভুর ইবাদত কী? তা হলো- তোমার প্রভু যা নিষেধ করেছেন সেই সকল নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকা। আর তোমার প্রভু যা আদেশ করেছেন সেই সকল আদেশ কোন দ্বিধা ছাড়াই মেনে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন পরিচালনা করা।

হে যুবক! তুমি কী জান তোমার প্রভুর আদেশ-নিষেধ কী? যদি তুমি না জেনে থাকো তবে তোমাকে অবশ্যই তা জানতে হবে। আর সে জন্যই প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন-"প্রত্যেক মুসলমানের উপরেই জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।" (আল হাদিস)

হে যুবক! হাদিসে তোমাকে বড় আলেম বা বড় মুহাদ্দিছ হতে হবে- সে কথা বলা হয়নি, বরং তোমার নিজের প্রয়োজনের জন্যই তোমাকে অন্তত এতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যতটুকু জ্ঞান তোমার নিজের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য অতীবও জরুরী।

হে যুবক! আমি তোমাকে ইলম অর্জনের ব্যপারে একটি উদাহরণ বলছি, তা হলো-তুমি একাকি কোন এক স্থানে রাতের গভীর অন্ধকারে চলছো, আর সেই স্থানে আছে গভীর, গভীর গর্ত। অথচ তোমার জ্ঞান বা জানা নেই সেই সকল গভীর-গভীর গর্ত সম্পর্কে। ফলে যখনই তুমি রাতের গভীর অন্ধকারে সেই স্থানটিতে তুমি চলতে লাগবে, তখনই তোমার ঐ গভীর গর্তে পতিত হবার অধিক সম্ভাবনা থাকবে।

হে যুবক! আমি তোমাকে আমার একটি বাস্তব উদাহরণ বলছি-তখন ২০১৪ সাল। আমার একজন প্রিয় ভাজন শাইখ আবু রায়হান জয়পুরহাটী (হাফিজাহুল্লাহ) সাহেব এর আহব্বানে আমি নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার পালসা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত 'গাউসুল আজম জামে মসজিদ' নামক একটি মসজিদে পেশ ইমাম হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে শাইখের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়েছি। তখন শাইখ নাটোরের কালিগঞ্জ বাজার থেকে বগুড়ার নন্দীগ্রাম সরজের নন্দীগ্রাম প্রবেশের একটু পূর্বেই রুদ্রবাড়ীয়া নামক গ্রামে থাকতেন। যাইহোক আমি কালিগঞ্জ বাজার থেকে নন্দীগ্রাম যাবার রাস্তায় গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। তখন রাত প্রায় ১১টা। সেখান থেকে শাইখের মহল্লায় যাবার জন্য সে সময় আর কোন গাড়িই পেলাম না। তখন পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। আমার শারীরিক অসুস্থতা ও বয়সে আমি ছোট হবার কারনে সেই সফরে আমার সঙ্গী ছিলো আমার শ্রদ্ধেয় নানা জান রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা বিন ইবরাহীম মোল্লা। সেই রাতের সফরে আমি অনুভব করে ছিলাম অন্ধকার রাতে অজানা ও অচেনা একটি কষ্টকর পথে পথ চলার কষ্টটা। রাতটি ছিলো যেমন গভীর অন্ধকার, পথটি ছিলো তেমন অচেনা ও অজানা। রাস্তায় ছিলো বড় বড় গর্ত। রাতের অন্ধকারে গর্তগুলো যেন আরো গভীর মনে হচ্ছিল। তাছাড়াও রাতের অন্ধাকারে রাস্তাটি এতোটাই উচুঁ-নিচু মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ের কোন উচুঁ চুড়া থেকে নিচুতে নামছি আর নিচু থেকে যেন উচুঁ চুড়ায় উঠছি। সেই কষ্টকর পথটি চলতে হয়তো আমার এতোটা কষ্ট হয়েছিল আমার শারীরিক সমস্যা এ রাতের গভীর অন্ধকারের কারনে। যদিও আমার শ্রদ্ধেয় নানা জান আমার হাতটি ধরেই সেই রাস্তাটি আমাকে নিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলেন। উদাহরণটি যদিও অতি সাধারণ তবুও তাতে গভীর অন্ধকার রাতে অজানা ও অচেনা একটি কষ্টকর নষ্ট পথে পথ চলার অবস্থা কিছুটা উল্লেখ হয়েছে।

হে যুবক! এই পৃথিবীটাও ফিতনাতে ঘেরা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যেখানে তোমার ঈমান-আমল ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে শয়তান ও তার অনুসারীরা তোমার জন্য তৈরি করে রেখেছে অনেক উপায়-উপকরণ।

হে যুবক! এমতাবস্থায় যদি তুমি তোমার প্রভুর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে কিছুই না জান, না বুঝো তবে শয়তান ও তার অনুসারীরা তোমাকে তোমার মহান প্রভুর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।

হে যুবক! তুমি কী জানো, তোমার মহান প্রভুর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তান ও তার অনুসারীদের পথ ধরে তাদের সঙ্গী হবার পরিনাম কী? তার পরিনাম হলো জাহান্নাম।

হে যুবক! তোমার প্রভু শয়তানকে বলেন-

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

অর্থ: "এই স্থান থেকে বিকৃত ও বিতারিত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও, মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরন করবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।" (সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮)

হে যুবক! তুমি কী জানো জাহান্নাম কী? তা খুবই ভয়ংকর ও অন্ধকার জায়গা। যেখানে তোমার সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

হে যুবক! বিরাট আকারের এক অন্ধকার স্থান হলো-জাহান্নাম। তার গভীরতা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- "যদি একটি পাথর জাহান্নামের ভিতর নিক্ষেপ করা হয়। তবে তার তলদেশে পৌঁছাতে পাথরটির ৭০ (সত্তর) বছর লাগবে।" (ইবনে হিববান হা-৭৪৬৮)

হে যুবক! তুমি একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ। সেই ভয়ংকর ও অন্ধকার স্থানের গভীর তলদেশে তোমার কোনই সাহায্যকারি থাকবেনা। তুমি চিৎকার চেচামেচি করবে কিন্তু কোন লাভ হবে না। তোমার প্রভু বলেন-

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

অর্থ: "সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে বের করুন। আমরা যে কাজ করতাম তা বাদ দিয়ে নেক আমল করব। তিনি

বলবেন, অতিতে কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনাই যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।" (সুরা ফাত্বির, আয়াত: ৩৭)

হে যুবক! সেই উত্তপ্ত আগুনকে আরো উত্তপ্ত করার জন্য মানুষের সঙ্গে পাথরকেও জাহান্নামে রাখা হবে। যেন এই উত্তপ্তটা আরো বেড়ে যায়।

হে যুবক! জাহান্নামে সেই উত্তপ্ত আগুনকে ভয় করার জন্য তোমার প্রভু তোমাকে আদেশ দিয়েছেন। তোমার প্রভু বলেন-

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

অর্থ: "মানুষ ও পাথর হবে যার জ্বালানি।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৪)

হে যুবক! জাহান্নামের সেই উত্তপ্ত আগুন সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী সাহেব বলেন-'জাহান্নাম সবসময় জ্বলমান কখনও দুর্বল হবে না, কখনও নিভবে না এর আগুন চিরস্থায়ী এর অধিবাসীদের আযাব স্থায়ী। তারা সাহায্য চাইবে; কিন্তু সাহায্যকারী থাকবে না।' (পরকাল পৃ: ৩৩৯)

হে যুবক! দুনিয়ার এই আগুনের মতো জাহান্নামের আগুন নয়; বরং দুনিয়ার এই আগুনের থেকেও বহুগুণ সতেজ হবে জাহান্নামের আগুন।

হে যুবক! সেই উত্তপ্ত আগুনে পোড়ার ভয়ে জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাইতে চাইবে না। তখন তাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমার প্রভু বলেন-

اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾

অর্থ: "আমার নিকট আছে শিকল ও প্রজ্জ্বলিত আগুন ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সুরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ১২, ১৩)

তোমার প্রভু আরো বলেন-

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِى الْحَمِيْمِ ۙ۬ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

অর্থ: "যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে-ফুটন্ত পানিতে, অত:পর তাদেরকে আগুনো পোড়ান হবে।"

(সুরা আল-ম'মিন, আয়াত: ৭১, ৭২)

হে যুবক! সেই দিন অপরাধিদেরকে উপুর করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমার প্রভু বলেন-

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ۝٤٧ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝٤٨

অর্থ: "নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্থ। যেদিন উহার উপড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেই দিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রনা আস্বাদন কর।" (সুরা আল-কামার, আয়াত: ৪৭, ৪৮)

হে যুবক! জাহান্নামের আগুন অপরাধীদের চেহারা দগ্ধ করে দিবে এবং তাদের চেহারা বীভৎস হয়ে যাবে, তোমার প্রভু বলেন-

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ۝١٠٤

অর্থ: "অগ্নি তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।" (সুরা আল ম'মিন, আয়াত: ১০৪)

হে যুবক! সেই দিন জাহান্নামীদেরকে শাস্তির পাহাড়ে উঠানো হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে ফেলে দেওয়া হবে। তোমার প্রভু বলেন-

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝١٧

অর্থ: "আমি অচিরেই তাকে অর্থাৎ অপরাধীদেরকে চড়াইব শাস্তির পাহাড়ে।"

(সুরা আল-মুদ্দাস্সির, আয়াত: ১৭)

হে যুবক! জাহান্নামের আগুন যতবার তার অধিবাসীদেরকে পুড়িয়ে ঝলসিয়ে দিবে, ততবার সেই ঝলসিত চামড়া বদলে দিয়ে নতুন চামড়া তাদের দেওয়া হবে। তোমার প্রভু বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٥٦

অর্থ: "যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আগুনে ঝলসিত করিবই; যখন তাহাদের চামড়া ঝলসিত হইবে তখনই উহার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৬)

হে যুবক! সেই দিন জাহান্নামের আগুনে পুড়ে তার অধিবাসীদের চেহারা কালো কুঁচকুঁচে হয়ে যাবে, জাহান্নামের ঐ ভয়ংকর আগুন যে, শুধু তার অধিবাসীদের শরীরকেই পুড়িয়ে কালো করে দিবে তা নয়; বরং কলিজ্বা পর্যন্তও আগুন পৌঁছে যাবে। তোমার প্রভু বলেন-

كَلَّا ۖ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧

অর্থ: "কখনো নয়, অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামা'য়; তুমি কী যান হুতামা কী? তা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে"।

(সুরা আল-হুমাযাহ, আয়াত: ৪-৭)

হে যুবক! জাহান্নামের এই ভয়াবহ শাস্তিকে তুমি ভয় কর। সেখানে তোমার সাহায্যকারী কেউই থাকবে না।

হে যুবক! এখানেই শেষ নয়। জাহান্নামীদের জন্য তোমার প্রভু তৈরি করে রেখেছেন আগুনের পোশাক, তোমার প্রভু বলেন-

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝١٩ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝٢٠

অর্থ: "যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি ঐ ফুটন্ত পানি দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া ঝলসিত করা হবে।" (সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১৯, ২০)

হে যুবক! তুমি জাহান্নামের অধিবাসীদের পোশাকের তারতম্য জেনে নাও, প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-"তাদের কাউকে আগুন গ্রাস করবে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত;

কাউকে আগুন গ্রাস করবে কাঁধ পর্যন্ত; কাউকে আগুন গ্রাস করবে কণ্ঠনালি পর্যন্ত।" (মুসনাদে আহমদ, হা-২০১০৩)

হে যুবক! তুমি কী জানো জাহান্নামীদের বিছানা ও গায়ের চাদর সম্পর্কে? তোমার প্রভু বলেন-

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۱﴾

অর্থ: "তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের মিহাদ (নিচের বিছানা) এবং উপর থেকে গাওয়াশ (উপরে ব্যবহারের চাদর)। আমি এমনই ভাবে জালিমদেরকে শাস্তি প্রদান করব।" (সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৪১)

হে যুবক! জাহান্নামের শাস্তি যে, এতোটাই ভয়ংকর যার প্রকৃত উদাহরণ বর্তমানে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে করতে যখন তারা ক্ষুধার্ত হবে তখন তাদেরকে এমন খাদ্য দেওয়া হবে যা তাদের ক্ষুধা নিবারণও করবেনা এবং পুষ্টিও যোগাবে না।

হে যুবক! আমি তোমাকে জাহান্নামীদের কিছু খাদ্যের বর্ণনা বলছি যার একটি হলো-দ্বরী (বিষাক্ত ও কাটার ঝাড়) তোমার প্রভু বলেন-

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿۶﴾ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿۷﴾

অর্থ: "দ্বরী ছাড়া তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। যা তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না, এবং পুষ্টিও যোগাবে না।" (সুরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ৬, ৭)

হে যুবক! সেই দিন জাহান্নামীদেরকে গিছলিন (ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ) খাওয়ানো হবে। তোমার প্রভু বলেন-

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿۳۵﴾ وَّ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿۳۶﴾ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿۳۷﴾

অর্থ: "অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না। আর ক্ষত নিঃশৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। অপরাধীরাই শুধু তা খাবে।"

(সুরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ৩৫-৩৭)

হে যুবক! সেই দিন অপরাধীদের খাদ্য তালিকায় আরো একটি খাদ্য থাকবে তা হলো-

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿۴۳﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿۴۴﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿۴۵﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿۴۶﴾

অর্থ: "যাক্কুম গাছ হতে পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত উহাদের উদরে ফুটতে থাকবে টগবগে ফুটন্ত পানির মতো।" (সুরা আদ-দুখান, আয়াত: ৪৩-৪৬)

হে যুবক! আমি তোমাকে জাহান্নামীদের কিছু পানীয় এর বর্ণনা বলছি যার একটি হল হামীম (ফুটন্ত পানি)।

হে যুবক! হামীম হলো জাহান্নামের আগুনে ফুটানো গরম পানি। এই পানি পান করার পর পেটের ভিতরকার সব কিছু গলে যাবে। তোমার প্রভু বলেন-

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَاۤ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿۱۵﴾

অর্থ: "এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অত:পর তা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন বিছিন্ন করে দেবে।" (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫)

হে যুবক! মানুষ যখন কষ্টের কারনে তৃষ্ণাত্ব হয়ে পানি পানি বলে চিৎকার করবে তখন তাদেরকে সেই ফুটন্ত পানিই পান করানো হবে।

হে যুবক! অপরাধীরা যখন ফুটন্ত পানি পান করে, তার নাড়ি ভূড়ি গলে যাবে, তখন তারা ঠন্ডা পানির জন্য আবদার করবে, সে সময় তাদেরকে গাছছাক পান করানো হবে। গাছছাক হলো অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি। তোমার প্রভু বলেন-

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ﴿۵۷﴾

অর্থ: "এ হলো হামীম (ফুটন্ত পানি) ও গাছছাক (অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি) অত:পর তারা তা আস্বাদন করুক।" (সুরা সোয়াদ, আয়াত: ৫৭)

হে যুবক! যখন সেই দিন অপরাধীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে তাদের শরীর থেকে শরীরের গোশত ও চামড়া সকল কিছু গলে গড়িয়ে যেই পানীয় পড়বে বা তৈরি হবে সেই পানি তাদেরকে পান করানো হবে। যেই

পানিয় এর নাম 'হদীদ'। আর এই পানি অত্যন্ত দূর্গন্ধ ও ঘন হওয়ার ফলে তারা ঢোক গিলতে পারবে না। তোমার প্রভু বলেন-

مِّنْ وَّرَآىِٕهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍۙ﴿۱۶﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ﴿۱۷﴾

অর্থ: "তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিনাম জাহান্নাম রয়েছে এবং পান করানো হইবে হদীদ গলিত পুঁজ। যা সে অতিকষ্টে একেক ঢোক করে গিলবে এবং তা গিলতে পারা খুব কঠিন হবে।" (সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ১৬, ১৭)

হে যুবক! সেই দিন জাহান্নামীরা জাহান্নামের এতো ভয়াবহ শাস্তি সহ্য করতে না পেরে জাহান্নামের প্রহরীদের সরদার ফেরেশতা মালিককে চিৎকার করে করে ডেকে বলবে-

وَ نَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ﴿۷۷﴾

অর্থ: "হে মালিক তোমার প্রভু যেন আমাদেরকে নি:শেষ করেদেন। সে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী'।" (সুরা যুখরুফ, আয়াত: ৭৭)

হে যুবক! সেই দিন তারা মৃত্যু চাইবে, কিন্তু তাদেরকে মৃত্যু দেওয়া হবে না। সেই দিন জাহান্নামীরা শুধুই চিৎকার ও ক্রন্দন করে যাবে, কিন্তু তাতে তাদের কোন লাভ হবে না। তোমার প্রভু বলেন-

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌۙ﴿۱۰۶﴾

অর্থ: "অত:পর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ। ।" (সুরা হুদ, আয়াত: ১০৬)

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন-'যাফীর ও শাহীক হচ্ছে (ক্রন্দনের) তীব্র ও ক্ষীণ আওয়াজ। (তাফসীরে তাবারী)

হে যুবক! জাহান্নামে যার সবচেয়ে কম শাস্তি হবে, আল্লাহর নবী ﷺ তার সম্পর্কেও অবহিত করেছেন এবং তার অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, একথাও তিনি বলেছেন যে, "অন্যের তুলোনায় তার শস্তি কম হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে মনে হবে, তাকেই সবচেয়ে বেশি শস্তি দেওয়া হচ্ছে।" প্রিয় নবী ﷺ

বলেছেন-"জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি যার হবে, সে আগুনের দুটি জুতা পরিধান করবে। আর এতেই তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে।"

(মুসলিম-হা-৫৩৬)

হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, তুমি কি পারবে জাহান্নামের এই দহণ যন্ত্রণা সহ্য করতে? না, কখনই না, কোন কিছুই জাহান্নামের এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না। তুমি যদি মুসলিম হয়ে থাক, আর অবহেলায় অলসতায় তোমার মহান প্রভুকে ভুলে থাকো, তবে এখনই তুমি নিজেকে সংশোধন করে নাও।

হে মুসলিম যুবক! যদি তুমি এখনই নিজেকে সংশোধন না করে নিজের ইচ্ছা স্বাধীনেই চলো তবে তোমার এই ইচ্ছা স্বাধীনতাই এক দিন তোমার বড় ক্ষতির কারণ হবে।

হে যুবক! তুমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে থাকো-আর মহান প্রভুর আদেশ-নিষেধ না মেনে ছোট (ছগিরাহ) বড় (কাবিরাহ) গোনাহ করে থাকো, বেপরোয়া হয়ে চলো তবুও তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হে মুসলিম যুবক! যদিও তোমার আমলের কারনে তোমায় চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামের যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে না-তবুও ভেবে দেখ তোমার সেই অপরাধের শাস্তি শেষ হবে কবে?

হে মুসলিম যুবক! তুমি কি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছ-তোমার যতটুকু অপরাধ ততটুকু অপরাধের শাস্তি আস্বাদন করার জন্য?

হে মুসলিম যুবক! তুমি ভেবে দেখ-যদিও তোমাকে জাহান্নাম থেকে থেকে তুলে জান্নাতে দেওয়া হবে, তবুও তোমার নাম হবে 'জাহান্নামিয়্যীণ' তোমার চেহারায় জাহান্নামের আগুনে পোড়ার কালো দাগ থাকবে।

হে মুসলিম যুবক! সেই দিন তোমার চেহারা দেখে জান্নাতিরা তোমাকে চিনতে পারবে, তোমাকে সেই দিন জান্নাতিগন জাহান্নামিয়্যীন বলে ডাকবে।

হে মুসলিম যুবক! সেই দিন তুমি জান্নাতিদের নিকট লজ্জিত হয়ে যাবে, যদিও সেই দিন তোমাদের প্রার্থনায় তোমার চেহারার সেই দাগ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের নামটি জাহান্নামিয়্যীন-ই থেকে যাবে।

(ইবনে হিব্বান হাঃ ৭৪৩২/ আবু দাউদ হাঃ ৪৭৪২)

হে যুবক! তোমার লক্ষ যেন হয় জান্নাত। তুমি কী জানো জান্নাত কী? তা হলো শান্তির স্থান। যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। যেই শান্তি কখনও শেষ হবে না। যে ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সকল কিছু ভুলে যাবে। (মুসলিম হাঃ ৭২৬৬)

হে যুবক! জান্নাত হলো তোমার সকল চাওয়া-পাওয়ার স্থান। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-আল্লাহ তা'য়ালা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে সেখানে তোমার মন যা কিছু কামনা করবে এবং তোমার চোখ যে সব বস্তুতে পুলক অনুভব করবে তা সবই পাবে। (তিরমিযী হাঃ ২৫৪৩)

হে যুবক! এমন মনোরম জান্নাতের ব্যপারে প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-জান্নাতের জন্য কেউ প্রস্তুত আছে কী? নিশ্চয় জান্নাত এমন জগৎ, যার কল্পনাও কারও মনে উদয় হয়নি। কাবার রবের কসম, নিশ্চয় তা জ্যোতির্ময় নূর, মনোমুগ্ধকর খোশবু। সুদৃর বালাখানা; প্রবহমান নদী, পরিপক্ক ফলের প্রাচূর্য; রুপসী সুন্দরী সঙ্গিনী ও অজস্র পরিচ্ছদের সমাহার। উঁচু, নিরাপদ ও সুরম্য নিকেতন; সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিরন্তন ঠিকানা। (ইবনে হিব্বান-হা-৭৩৮)

হে যুবক! আল্লাহ তা'য়ালার এই নিয়ামত পূর্ন জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহর নবী ﷺ এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন-আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাছুল ﷺ আমাদেরকে জান্নাত সম্পর্কে কিছু বলুন, তার ঘর বাড়ি কেমন? নবী ﷺ বললেন-"এক ইট স্বর্ণের, আরেক ইট রুপার। তার প্রলেপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত মেশক। তার পাথর গুলো মনি ও ইয়াকুত, মাটি জাফরানের। যে সেখানে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে; কখনও বিরক্ত হবে না। চিরকাল থাকবে; কখনও মরবে না। তার কাপড় কখনও নোংরা হবেনা; তার যৌবন কখনও শেষ হবে না।" (পরকাল-হা-৪৩৩)

হে যুবক! আল্লাহ তা'য়ালার এই নিয়ামাত পূর্ণ জান্নাত তোমার জন্য তলা বিশিষ্ট বিশাল প্রাসাদ রূপে প্রস্তুত থাকবে। তোমার প্রভু বলেন-

"তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত"

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿۲۰﴾

অর্থ: "তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করত, তাদের জন্য রয়েছে বহু প্রাসাদ. যাহার উপরে নির্মিত (তলা বিশিষ্ট) আরও প্রাসাদ। যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত; এটা আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।"

(সুরা যুমার, আয়াত: ২০)

হে যুবক! এই দুনিয়ার তৈরি প্রাসাদ গুলো কখনই নিরাপদ নয়; যে কোন সময় ধ্বসিয়ে পড়তে পারে তার মালিকের উপর। কিন্তু তোমার প্রভু তোমার জন্য পুরস্কার হিসেবে যেই প্রাসাদ নির্মাণ করে রেখেছেন তা তোমার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার প্রভু বলেন-

وَ مَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾

অর্থ: "আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" (সুরা সাবা, আয়াত: ৩৭)

হে যুবক! জান্নাতে রয়েছে পরিচ্ছন্ন ও মনোমুগ্ধকর সুবাস ও সুঘ্রাণ। অনেক দুর থেকেই জান্নাতবাসীগণ সেই সুঘ্রাণ পাবে। এই সুবাস ও সুঘ্রাণযুক্ত নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে তোমাকে জান্নাতিগনদের সঙ্গে দলবদ্ধ করে-অনেক সম্মানের সাথে তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তোমাদেরকে দেখে জান্নাতের প্রহরীগণ তোমাদেরকে ছালাম প্রদান করবে। তোমার প্রভু বলেন-

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿۷۳﴾

অর্থ: "যারা তাদের প্রভুকে ভয় করত তাহাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও উহার দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের প্রহরীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি ছালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ী ভাবে অবস্থানের জন্য।" (সুরা আয-যুমার, আয়াত: ৭৩)

হে যুবক! জান্নাতিদের শরীর খুবই সুঠাম ও সুদর্শন হবে। তাদের শরীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পরিপূর্ণ হবে এবং তাদের সৌন্দর্য্য হবে সীমাহীন। তাদের বয়স হবে পূর্ণ যৌবনের। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- জান্নাতিরা লোমহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখে শুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের বয়স হবে তেত্রিশ (৩৩) বছর। ঠিক যেমন আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট (৬০) হাত এবং প্রস্থ ছিল সাত (৭) হাত। (ইবনে আবী শাইবা-হা-৩৪০০৬)

হে যুবক! জান্নাতিরা হবে চির যুবক, যাদের এই যৌবনে কখনো ভাটা আসবে না। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- "জান্নাতিরা লোমবিহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখ শুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের যৌবন কখন ও নিঃশেষ হবে না এবং তাদের পোশাক কখনও নোংরা হবে না।" (তিরমিযি-হা-২৫৩৯)

হে যুবক! যখন তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তোমার চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। তুমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে-তখন তুমি তোমারই মত জান্নাতিদের দলে যুক্ত হবে, তাদের সাথে একে অপরের হাতে হাত রেখে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-"নিশ্চয় আমার উম্মাতের সত্তর (৭০) হাজার বা সাত (৭) লক্ষ মানুষ (সংখ্যাটিতে বর্ণনা কারির সন্দেহ রয়েছে) হাতে হাত রেখে এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম জনও প্রবেশ করবে; প্রবেশ করবে শেষ জনও। এ সময় তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। (বুখারী-হা-৬১৭৭)

হে যুবক! তুমি কী উপলব্ধি করতে পেরেছ যেই নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে তুমি প্রবেশ করবে, তার প্রধান ফটক কত প্রশস্থ? প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-"ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই জান্নাতের (প্রধান ফটক) দুই কপাটের মাঝে মাক্কা ও হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব বিদ্যমান। কিংবা মক্কা ও বসরার মধ্যেকার দূরত্ব বিদ্যমান।" (মুসলিম-হা-৫০২)

হে যুবক! যদিও তুমি দলবদ্ধ হয়ে জান্নাতের প্রদান ফটক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে গিয়ে তোমার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা প্রস্তুত থাকবে। তুমি দুনিয়াতে যেই আমলটি অধিক পরিমানে করতে, সেই আমল অনুযায়ী তুমি তোমার চিহ্নিত দরজায় প্রবেশ করবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- জান্নাতের আটটি দরজা আছে। (বুখারী-হা-৩০৮৪)

নবী ﷺ আরো বলেন-যে ব্যাক্তি আল্লাহর রাস্থায় জোড়া বস্তু (ঘোড়া, উট ইত্যাদি) দান করবে, তাকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা; এই যে এই দরজাটি উত্তম। ছালাত আদায়কারীকে ছালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। মুজাহিদকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। রোজাদারকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। আর ছদকাকারীদেরকে ছদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। (বুখারী-হা-১৭৯৮)

হে যুবক! যখন তুমি সেই সকল দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তোমার আর দলবদ্ধতা থাকবে না। তুমি তোমার নিজ গৃহের দিকে অতি আন্দের সাথে দৌড়ে যাবে। তোমাকে চিনে দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না। তোমার সেই আকাংক্ষিত প্রসাদটি। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- "মুমিনরা একেক জন দুনিয়াতে তার প্রাসাদ যেমন চেনে, জান্নাতের প্রাসাদ তার চেয়েও বেশি চিনবে।" (বুখারী-হা-২৪৪০)

হে যুবক! যখন তুমি তোমার জান্নাতের প্রাসাদে প্রবেশ করবে, তখন তোমার মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেখানে তুমি দেখবে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতায় সাজানো আছে তোমার আসবাবপত্র। তোমার প্রভু বলেন-

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

অর্থ: "সেখানে থাকবে উন্নত ও সুসজ্জিত আসন, সংরক্ষিত পানপাত্র, সারিসারি গালিচা এবং সুবিস্তৃত বিছানো কার্পেট।"

(সুরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ১৩-১৬)

হে যুবক!

يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾

অর্থ: "জান্নাতে তোমার জন্য থাকবে অত্যন্ত সুন্দর ও মোলায়েম পোশাক।"

(সুরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫৩)

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

অর্থ: "তোমরা সেই প্রাসাদে তোমার জন্য প্রস্তুত থাকবে সমুন্নত শয্যা।"

(সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৩৪)

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-"তার উচ্চতা হবে জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত। আর এই উভয়ের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত (৫০০) বছরের রাস্তা।

(তিরমিযি-হা-৩২৯৮)

হে যুবক! তোমার সেই বিছানার সৌন্দর্য ও ভিতরের কোমলতা সম্পর্কে তোমার প্রভু বলেন-

مُتَّكِـِٔيۡنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ ؕ وَ جَنَا الۡجَنَّتَیۡنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾

অর্থ: "তাঁরা সেখানে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।"

(সুরা আর-রহমান, আয়াত: ৫৪)

জান্নাতীদের সীমাহীন ভোগবিলাস, সুখ-শান্তি এবং শারীরিক সৌন্দর্য সত্ত্বেও তাদের জন্য থাকবে মুক্তার মতো সুন্দর কিশোর সেবক দল। এদেরকে দেখে জান্নাতিদের চোখ জুড়িয়ে যাবে এবং এদের সেবা পেয়ে তাদের মন ভরে উঠবে। হে যুবক! তোমার প্রভু বলেন-

وَ یَطُوۡفُ عَلَیۡهِمۡ غِلۡمَانٌ لَّهُمۡ کَاَنَّهُمۡ لُؤۡلُؤٌ مَّکۡنُوۡنٌ ﴿۲۴﴾

অর্থ: "তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে কিশোররা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ্য।"

(সুরা আত-তূর, আয়াত: ২৪)

এই সকল কিশোর সেবকগণ সকল সময় কিশোরই থাকবে, তারা কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমার প্রভু বলেন-

وَ یَطُوۡفُ عَلَیۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ۚ اِذَا رَاَیۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤًا مَّنۡثُوۡرًا ﴿۱۹﴾

অর্থ: "তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে চিরকিশোররা, তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত মনিমুক্তা।" (সুরা আল ইনসান, আয়াত: ১৯)

হে যুবক! এই সকল কিশোরদের চেহারা এতোই লাবণ্য ও তাদের ত্বকের সৌন্দর্য, যে কারনে তাদেরকে বিক্ষিপ্ত মুনিমুক্তার মতো মনে হবে।

হে যুবক! এই কিশোর সেবক তোমার জন্য ১/২ জন নির্ধারিত নয়; আছে শতকের ঘর পেরিয়েও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه বলেন-'একজন জান্নাতির সেবায় এক হাজার সেবক নিয়োজিত থাকবে, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র দ্বায়িত্ব পালন করবে, যা অন্য কোন সেবক করবে না।'

(ছিফাতুল-জান্নাহ-আবু নুআইম)

হে যুবক! তোমার আকাংখিত সেই প্রাসাদে তোমার জন্য এমন সকল থালা-বাসন রয়েছে যা তোমার নিকট তোমার পছেন্দের খাদ্য নিয়ে এসে ঘুরা ঘুরি করবে। সেই থালা বাসনের নিকট তোমার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তোমার প্রভু বলেন-

یُطَافُ عَلَیۡهِمۡ بِصِحَافٍ مِّنۡ ذَهَبٍ وَّ اَکۡوَابٍ ۚ وَ فِیۡهَا مَا تَشۡتَهِیۡهِ الۡاَنۡفُسُ وَ تَلَذُّ الۡاَعۡیُنُ ۚ وَ اَنۡتُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۷۱﴾

অর্থ: "স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে। সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যাহা অন্তর চাহে এবং যাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হইবে।" (সুরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭১)

হে যুবক! তুমি কী জানো জান্নাতে তোমাকে সর্বপ্রথম কী খেতে দেওয়া হবে? তা হলো মাছের বড় কলিজা। আল্লাহর রাছূল ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ছালাম رضي الله عنه বলেন-আমি যখন ইসলাম গ্রহনের ইচ্ছা করলাম, তখন রাছূল ﷺ-এ কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বললেন যা ইচ্ছা জিজ্ঞাস করো। আমি বললাম, জান্নাতিদের প্রথম খাবার কী হবে? এরপর ইবনে ছালাম رضي الله عنه দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ে আছে, নবী ﷺ বললেন-মাছের বর্ধিত কলিজা। (মুসনাদে আহমাদ-হা-১২৩৮৫)

হে যুবক! জান্নাতে প্রবেশকারী জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের ষাড় জবাই করা হবে। যেটা জান্নাতের সবখানে চরে বেড়াত এবং খেত। (মুসলিম-হা-৭৪২)

হে যুবক! জান্নাতে তোমাকে খেতে দেওয়া হবে,

وَّ فَاکِهَةٍ کَثِیۡرَةٍ ﴿۳۲﴾ لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّ لَا مَمۡنُوۡعَةٍ ﴿۳۳﴾

অর্থ: "প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।"

(সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৩২, ৩৩)

হে যুবক! এ সকল ফল দেখতে খুবই আকর্ষণীয় এবং আকারে অনেক বড় হবে। এই সকল সুন্দর সুন্দর ফল খাবার জন্য তোমাকে কষ্ট করে ফলের নিকটেও যেতে হবে না। এ সকল ফলমূল তোমার খুব নিকটেই ঝুলে থাকবে, যাতে তুমি অতি সহজেই তা পেতে পার। তোমার প্রভু বলেন-

وَ دَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتۡ قُطُوۡفُهَا تَذۡلِيۡلًا ﴿۱۴﴾

অর্থ: "তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে।" (সুরা আল-ইনসান, আয়াত: ১৪)

হে যুবক! জান্নাতে তোমার খাদ্য ও পানি পানের জন্য কষ্ট করতে হবে না। তোমার যখন কোন কিছু খেতে মন চাইবে তখনই তা তোমার সামনে খাবার উপযোগী করে প্রস্তুত করা হবে।

হে যুবক! আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন-'জান্নাতে তুমি পাখির দিকে তাকাবে, তখন তোমার মন সেটা খেতে চাইবে, সাথে সাথে সেটি ভুনা হয়ে তোমার সামনে চলে আসবে।' (বাযযার-হা-২০৩২)

হে যুবক! জান্নাতের খাদ্যের একটি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য আছে-তা হলো কোন মুমিন বা মুমিনা একদিন একটি খাবার খেয়ে এক রকম স্বাদ অনুভব করবে, অন্য দিন যখন সেই একই খাবার খেতে চাইবে, তখন খাবারের আকৃতি ও রং আগের মতই থাকবে। কিন্তু সেই খাদ্যের ভিন্ন স্বাদ অনুভব করবে, যা আগের চেয়েও অনেক সুস্বাদু।

হে যুবক! জান্নাতের খাদ্য তুমি বার বার একই রকম দেখলেও তুমি খাবার সময় প্রত্যেক বারই নতুন নতুন স্বাদ পাবে। ফলে সেই খাদ্যের উপর তোমার আগ্রহ ও আকর্ষন বাড়তেই থাকবে। তোমার প্রভু বলেন-

وَ بَشِّرِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوۡا مِنۡهَا مِنۡ ثَمَرَةٍ رِّزۡقًا ۙ قَالُوۡا هٰذَا الَّذِىۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ ۙ وَ اُتُوۡا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمۡ فِيۡهَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ٭ۙ وَّ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۵﴾

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে,'এটাই তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে, পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী।" (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫)

হে যুবক! জান্নাতিদের ভোগ-বিলাসের পূর্ণতার অংশ হলো জান্নাতের সুপেয় পানীয়। যে মানুষ আহার করবে তারই পানি পানের প্রয়োজন হবে। আর এই সুপেয় পানীয়ই জান্নাতিদের খাবারের আরো স্বাদ বৃদ্ধি করে দিবে।

হে যুবক! জান্নাতে তোমার প্রভু তোমাকে যে পানীয় পান করাবে তা পবিত্র। তোমার প্রভু বলেন-

عٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُنۡدُسٍ خُضۡرٌ وَّ اِسۡتَبۡرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوۡۤا اَسَاوِرَ مِنۡ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُوۡرًا ﴿۲۱﴾

অর্থ: "তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।"

(সুরা আল-ইনসান, আয়াত: ২১)

তোমাকে পানি পান করানো হবে কর্পূর মিশ্রিত পেয়ালা থেকে।

হে যুবক! তোমার প্রভু আরো বলেন-

وَ يُسۡقَوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنۡجَبِيۡلًا ﴿۱۷﴾

অর্থ: " সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা।"

(সুরা আল-ইনসান, আয়াত: ১৭)

হে যুবক! জান্নাতে তোমাকে পবিত্র শরাবও পান করানো হবে। যেই শরাব পান করার পর তুমি তোমার জান্নাতি স্ত্রীকে পূর্বের চেয়েও সত্তর (৭০) গুণ বেশি সুন্দরী দেখবে।

হে যুবক! আবু উমামা ﷺ বলেন- জান্নাতি ব্যক্তি শরাব পান করার ইচ্ছা করবে। সাথে সাথে পানপাত্র তার হাতে এসে উপস্থিত হবে। জান্নাতি পান করবে। তারপর পানপাত্র আপন জায়গায় চলে যাবে।

(ইবনে আবুদ্দুনিয়া-সিফাতুল জান্নাহ-হা-১২৮)

হে যুবক! আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

عَيۡنًا فِيۡهَا تُسَمّٰى سَلۡسَبِيۡلًا ﴿۱۸﴾

অর্থ: "জান্নাতিদের জন্য জান্নাতে রয়েছে ছাল ছাবিল নামক একটি ঝর্ণা।"

(সুরা আল-ইনসান, আয়াত: ১৮)

আর সে ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে পরিচ্ছন্ন ও সুমিষ্ট পানির নহর সমূহ। যা দেখে জান্নাতিদের চোখ জুড়িয়ে যাবে, সেখান থেকে পান করে তাদের জিহ্বা তৃপ্তিবোধ করবে আর জান্নাতিরা সেগুলোর নিকটবর্তী হয়ে তাদের মনে প্রশান্তি লাভ করবে।

হে যুবক! তোমার প্রভু বলেন-

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝۲۵

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে,'এটাই তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী।" (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫)

এগুলো এমন নহর যার পানি কোন গর্ত বা নিচু ভূমি ছাড়াই প্রবাহিত হবে। বরং এই নহর বা নদীর পানি সমতল ভূমির উপর দিয়েও স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে।

হে যুবক! তুমি জেনে নাও জান্নাতের নহর সমূহের প্রকারভেদ, তোমার প্রভু বলেন-

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَاۤ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ۝۱۵

অর্থ: "মুত্তাক্বিদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত, উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর, আছে

পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফলমূল আর তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা।" (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫)

হে যুবক! ইচ্ছে হলেই তুমি সেই সকল নহরে পানি তোমার প্রাসাদে বসে পান করতে পারবে। আবার ইচ্ছে করলেই তুমি সেই সকল নহর দেখার জন্য তোমার স্ত্রী, সন্তান, সেবকদের নিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে।

হে যুবক! জান্নাতে তোমার জন্য থাকবে জান্নাতের তাবু সমূহ। এটা এজন্য যে-বাসস্থান একাধিক হলে বসবাসকারী সুখ ও আনন্দ বোধ করে। কাজেই জান্নাতে তোমার জন্য থাকবে সোনার ঘর, রূপার প্রসাদ থাকবে, এখানে ওখানে ঘাটানো তাঁবু।

হে যুবক! তোমার ইচ্ছে হলেই মধুর নহরের পাশে তোমার তাঁবু গাড়তে পারো, ইচ্ছে হলেই তাঁবু গাড়তে পারো শরাবের নহরের পাশে। সাথে থাকবে তোমার পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব। (পরকাল-হা-৪৩৭)

হে যুবক! প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-"নিশ্চয় মুমিনের জন্য জান্নাতে মুক্তার তাঁবু থাকবে যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল।" (মুসলিম-হা-৭৩৩৭)

জান্নানে এই নিয়ামতের মধ্যে তোমার জন্য আরো একটি নিয়ামত হলো জান্নাতি হুরগণ। তোমার প্রভু বলেন-

كَذٰلِكَ ۟ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ۝۵۴

অর্থ: "আমি তাদেরকে সঙ্গীনি দান করব আয়তলোচনা হুর।"

(সুরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫৪)

হে যুবক! ইমাম মুজাহিদ (রহিঃ) বলেন-হুর তো ঐ সব (জান্নাতি) মেয়েদের বলা হয়, যাদের সৌন্দর্যে দৃষ্টি হয়বান হয়ে যায়।

(ছহিহ বুখারী-কিতাবুত-তাফসীর, সূরহ আদ দুখান)

হে যুবক! তোমার প্রভু তোমাকে জান্নাতে যেই সকল সুন্দরী নারী (হুর) দের দান করবেন, তাদেরকে তোমার পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীনও স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার প্রভু বলেন-

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ۝۵۶

অর্থ: "যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জ্বিন।"
(সুরা আর-রহমান, আয়াত: ৭৪)

জান্নাতে তোমাকে যেই হুর দেওয়া হবে, সেই হুর সম্পর্কে তোমার প্রভু বলেন-

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

অর্থ: "তাদেরকে অর্থাৎ হুরদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্ক।" (সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৩৫-৩৭)

হে যুবক! এই দুনিয়ার কুমারী মেয়েদের মতো জান্নাতের কুমারী মেয়েরা নয়; দুনিয়ার কুমারী মেয়ে তো একবার স্বামীর সাথে রাত্রি যাপনের পর তাকে আর কুমারী বলা যায় না। আর বর্তমানে পূর্বে বৈধ বা অবৈধ ভাবে নিজের কুমারিত্ব খুইয়ে বসেনি এমন মেয়ের সংখ্যা দুর্লভ।

হে যুবক! আর জান্নাতে তোমাকে যে কুমারী মেয়ে দেওয়া হবে তা চিরকুমারী। তাদের সাথে তুমি যৌনমিলন করবে, তবুও তাদের কুমারীত্ব নষ্ট হবে না। বরং তুমি যখনই তাদের সাথে যৌনমিলন থেকে বিরত হবে, তখনই আবার তাদের কুমারিত্ব পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে।

হে যুবক! হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন- 'আল্লাহর রাছুল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, আমরা কী জান্নাতে স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্কে মিলিত হবো?' তিনি বললেন-"হ্যা, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ; এবং সে সময় তোমরা তাদের খুবই শক্তভাবে আলিঙ্গন করবে আর যখনই তাদের রেখে উঠে দাড়াবে তারা পুনরায় পবিত্র হয়ে যাবে, কুমারী হয়ে যাবে।"
(ছহিহ ইবনে হিব্বান, সিলসিলাতুল আস সহীহাহ-হা-৩৩৫১)

হে যুবক! তুমি জেনে নাও, জান্নাতে তোমাকে যেই হুর দেওয়া হবে তাদের রূপ-সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তোমার প্রভু বলেন-

وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

অর্থ: "তাদের জন্য সেখানে থাকবে চক্ষু অবনমিতকারী প্রশস্ত আঁখী বিশিষ্ট হুররা, তারা পালকের নিচে লুকায়িত ডিম্বের মতো।"
(সুরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৪৮, ৪৯)

হে যুবক! আল্লাহর রাছূল ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন-'আল্লাহর রাছূল ﷺ বলেছেন-জান্নাতে মেয়েরা ৭০টি রেশমের কাপড় পরিহিত থাকবে, সেগুলো ভেদ করেও তাদের পায়ের শুভ্র অংশ এবং মজ্জা দেখা যাবে। কারণ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন-"তারা ইয়াকুত ও মারজানের মতো আর ইয়াকুত তো এমন স্বচ্ছ পাথর যার ভিতর তুমি যদি কোন সুতা প্রবেশ করাও তবে বাহিরে থেকে তা দেখা যায়।"
(তিরমিযী-হা-২৫৩৩)

হে যুবক! জান্নাতে তুমি যেই সুন্দরী মেয়েদেরকে পাবে তাদের সৌন্দর্য্য কখনো কমবেনা. শুধু বৃদ্ধিই পাবে। সেই সাথে তোমাদের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাবে। আনাছ ইবনে মালিক ﵁ বলেন, আল্লাহর রাছূল ﷺ বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার থাকবে সেখানে তারা প্রতি জুমআর দিন আসবে তারপর উত্তরের হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপরের উপর পড়বে, তাতে তাদের সৌন্দর্য্য বেড়ে যাবে। পরে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদের স্ত্রীরা বলবে, আল্লাহর কসম আপনারা তো আমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন। তারাও বলবে, আল্লাহর কসম তোমরাও পূর্বাপেক্ষী বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছ। (ছহিহ মুসলিম-হা-২৮৩৩)

হে যুবক! তোমার প্রভু বলেন-

كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

অর্থ: "তাদের সৌন্দর্য্য মাধুরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।"
(সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ২৩)

হে যুবক! তোমার প্রভু তোমাকে জান্নাতে সেই মেয়েদের সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন-তারা হবে পবিত্র। তোমার প্রভু বলেন-

لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ

অর্থ: "সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকিবে।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৭)

হে যুবক! এই পবিত্রতার অর্থ হলো- সে সব স্ত্রীগণ সমস্ত প্রকারের কষ্ট দায়ক ও নোংরা বস্তু হতে পবিত্র। তারা কোন অপরাধে কলংকিত নয়।

এবং হায়েজ, নিফাস, প্রসাব, পায়খানা, থুথু কফ ইত্যাদি যা কিছু নোংরা অপবিত্র ও অপছন্দনীয় দোষ ত্রুটি বা অভিযোগ দুনিয়ার মেয়েদের থাকে তারা তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। (কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে-হা-৪৩)

হে যুবক! জান্নাতে তোমাকে সেই স্ত্রীদের দেওয়া হবে তাদের দৃষ্টি শুধু তোমার দিকেই থাকবে। অন্য কোন পুরুষের দিকে তাদের দৃষ্টি যাবে না।

হে যুবক! তুমি একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ-জান্নাতি সেই মেয়েরা কত তৃপ্তিদায়ক, যে তার স্বামীর প্রতি এতোটাই সন্তুষ্ট যে নিজের স্বামী ব্যতীত তারা অন্য কাউকে কল্পনা করেনা এবং তাদের দৃষ্টি এতোটাই পবিত্র যে অন্য কোন পুরুষকে সে কখনও দেখেনি! দুনিয়ার কোন মেয়ে কি এমন পবিত্রতার দাবী করতে পারে?

হে যুবক! তোমার প্রভু তোমাকে জান্নাতে দান করবেন তোমার সমবয়সী, যৌবনা তরুনীদেরকে যাদেরকে তোমার 'কাওয়াইব' বলে উল্লেখ করেছেন। কাওয়াইব সম্পর্কে ইমাম ইবনে কায়্যিম রওদাতিল মুহিব্বিন নামক কিতাবে বলেন-আল্লাহতা'য়ালা ঐ সকল মেয়েদেরকে কাওয়াইব বলে আখ্যায়িত করেছেন যাদের স্তন স্ফিত এবং গোল হয়ে উঠেছে, নিচের দিকে ঝুলে পড়েনি এটাই মেয়েদের সর্বোত্তম গঠন। কেবল মাত্র যুবতীদেরই এমন গঠন হয়ে থাকে। (কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে-হা-৩০)

হে যুবক! তোমার প্রভু বলেন-

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ۝ وَّكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝

অর্থ: "মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য উদ্যান-আঙ্গুর, সমবয়সী উদভিন্ন যৌবনা তরুনী।" (সুরা আন-নাবা, আয়াত: ৩১-৩৩)

হে যুবক! জান্নাতে জান্নাতবাসীরা আনন্দ বিনোদনেই ব্যস্ত থাকবে। তোমার প্রভু বলেন-

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝

অর্থ: "এই দিন জান্নাত বাসীগন আনন্দ-বিনোদনে মগ্ন থাকবে।"

(সুরা ইয়া-সীন, আয়াত: ৫৫)

হে যুবক! আবু মুজিলয (রহিঃ) বলেন 'আমি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে আল্লাহর বানি (জান্নাত বাসিগন বিনোদনে ব্যস্ত থাকবে ৩৬/৫৫) সম্পর্কে প্রশ্ন

করলে তিনি বললেন, তারা কুমারীদের কুমারীত্ব ভাংতে ব্যস্ত থাকবে (অর্থাৎ একের পর এক বহু সংখক কুমারীর সহিত যৌন মিলন হতে থাকবে) আল্লাহ জান্নাতিদের ব্যস্ততা বলতে এটাকেই বুঝিয়েছেন। (তাফসিরে ইবনে কাছীর)

হে যুবক! তোমার প্রভু তোমাকে যেই জান্নাতি মেয়ে দান করবেন, তা তোমার জন্য "উরুবান" যা তোমার প্রভু কুরআন মাজিদে উল্লেখ করে বলেন-

إِنَّآ أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَآءً ۝ فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

অর্থ: "তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী (উরুবান) ও সমবয়সী।" (সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৩৫-৩৭)

হে যুবক! এই আয়াতে ব্যবহৃত "উরুবান" শব্দটির ব্যাখ্যা ইমাম ইবনে কাইয়্যুম (রহিঃ) বলেন-ইবনু আল আরাবী (রহিঃ) বলেন-'উরুব' বলা হয় ঐ সব মেয়েদের যারা স্বামীর আনুগত্য এবং স্বামীকে ভীষণ প্রিয়জন, আবু উবাইদ বলেছেন-'যারা স্বামীর সহিত উত্তম সঙ্গ দেয়। ইবনে কাইয়্যুম (রহিঃ) বলেন-তার উদ্দেশ্য হলো যে সব মেয়েরা সহবাসের সময় নমনিয়তা অবলম্বন করে এবং উত্তম মুয়ামালাত করে, যা করলে, বললে স্বামী খুশী হয় সে তাই করবে এ ক্ষেত্রে সে কোন রূপ লজ্জা করবেনা।

(কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে-পৃঃ-৫২)

হে যুবক! তুমি জান্নাতে একদিনে এমন রূপসী মনমুগ্ধকর কাওয়াইব ও উরুবান একশত কুমারী মেয়ের সহিত মিলিত হতে পারবে। জান্নাতে তুমি ইচ্ছেমত সেই সকল সোহাগিনী তরুনীদের সঙ্গে সহবাস করবে, আর এই সহবাস করার মতো ক্ষমতা আল্লাহতা'য়ালা দান করবেন। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন-"এককজন জান্নাতিকে পানাহার ও সহবাসের ক্ষেত্রে শত মানুষের সমান ক্ষমতা প্রদান করা হবে।" (ইবনে আবু শায়রা-হা-৩৫১২৭)

হে যুবক! তুমি জেনে নাও, স্বামীর প্রতি হুরদের ভালোবাসা সম্পর্কে-আল্লাহর রাছুল ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট ছাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রাছুল ﷺ বলেছেন-দুনিয়াতে যদি কোন পুরুষকে তার স্ত্রী কষ্ট দেয় তবে তার জান্নাতের স্ত্রী বলে, ওরে হতভাগিনী! একে কষ্ট দিসনা ওতো তোর কাছে মাত্র কয়দিনের জন্য রয়েছে দ্রুতই সে আমাদের নিকট চলে আসবে।

(সুনানে তিরমিযী-হা-১১৭৪)

হে যুবক! জান্নাতে এত নাজ-নিয়ামতের মধ্যে আরো একটি নিয়ামত হলো দুনিয়াতে তোমার সঙ্গে থাকা মুমিনা জীবন সঙ্গীনি। তারা যদি দুনিয়াতে ঈমানদার হয় সৎ আমল করে, তবে তাদেরকে জান্নাতি হুরদের উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হবে।

হে যুবক! উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা رضي الله عنها বললেন, হে আল্লাহর রাছূল ﷺ কী কারনে তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব? তিনি বললেন, তাদের নামাজ, রোজার কারনে আল্লাহ তাদের চেহারায় এক প্রকার নূর ছড়িয়ে দিবেন। তাদের দেহে সাদা ধবধবে রেশমী কাপড় ও সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। হলুদ রঙের অলংকারে অংলকৃত করবেন। তাদের ধূপদান মোতির এবং চিরুনী সোনার। তারা বলতে থাকবে-শোনো আমরা চিরস্থায়ী; কখনও মৃত্যুবরণ করবনা, জেনে রাখ আমরা চিরসুখী; কখনও দুঃখিত হবনা। আমরা অনন্তকাল বসবাসকারী; কখনও প্রস্থান করবনা। আমরা সন্তুষ্ট; কখনও অসন্তুষ্ট হবনা। সুতরাং অভিন্দন তাদের জন্য, যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য তারা। (তাবায়ানী আল আওসাত-হা-৩১৪১)

হে যুবক! তুমি জান্নাতে সেবাকারী গিলমান, পরিবার-পরিজন ও প্রিয়তমা স্ত্রীদের মাঝে জান্নাতে পরম-সুখ-শান্তিতেই থাকবে।

হে যুবক! জান্নাতে এতো সুখ-শান্তি ও আনন্দ-বিনোদনের মধ্যেও কিছু কিছু জান্নাতি ব্যক্তিদের ইচ্ছে-বাসনা থাকবে ভিন্ন।

হে যুবক! জান্নাতে জান্নাতিরা ইচ্ছে করবে, দুনিয়াতে তাদের যে সকল শিশু সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা গেছে তাদের সাথে মিলিত হতে, তখন তোমার প্রভু জান্নাতিদের ইচ্ছা পুরন করবেন। তোমার প্রভু বলেন-

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝۲۱

অর্থ: "যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতা-পুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও কম করবনা।" (সুরা আত-তূর, আয়াতঃ ২১)

হে যুবক! একবার ইবনে উমার (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন-

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝۳۸ اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝۳۹

অর্থ: "প্রত্যেক ব্যাক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী তবে, ডানদিকের লোকদের কথা ভিন্ন।" (সুরা আল-মুদ্দাস্‌সির, আয়াতঃ ৩৮, ৩৯)

এরপর বললেন তারা হলো মুসলমানদের শিশু সন্তান। তারা নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না।

বরং পিতৃ-পরুষদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। (ইবনে আবু শায়রা-হা-৩৫৭৮১)

হে যুবক! মুমিনদের সেই সকল সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই যেই সকল শিশু সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা গেছে। তারা এখন, পিতা ইব্রাহীম عليه السلام এর তত্ত্বাবধানে আছে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন-'মুসলমাদের মৃত শিশু সন্তান জান্নাতে আছে। ইব্রাহীম عليه السلام তাদের তত্ত্বাবধান করছেন। (মুসনাদে আহমাদ-হা-৮৩২৪)

হে যুবক! জান্নাতে কেউ এরূপ ইচ্ছে করবে যে, জান্নাতে তার স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে যদি আল্লাহ সন্তান দান করত। অত:পর তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে এবং বাচ্ছা হবে।

হে যুবক! প্রিয় নবী ﷺ বলেন-"কোন মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে, তা হলে তার কামনা অনুসারে স্ত্রীর গর্ভধারণ, বাচ্ছা প্রসব এবং তার বেড়ে উঠা সবই এক মুহূতের মধ্যে হয়ে যাবে।" (ইবনে ইববান-হা-৭৪০৪)

হে যুবক! জান্নাতে কেউ এরূপ ইচ্ছে করবে যে, দুনিয়াতে তার এমনও বন্ধু ছিলো যে, পরকালকে বিশ্বাস করতো না, আল্লাহ ও তার রাছূলের প্রতি বিশ্বাস করতো না, কাজেই তাকে তারা জান্নাতে বন্ধুদের বৈঠক দেখতে পাবে না, তখন তারা তাদের সেই বন্ধুদের পরিণতি দেখার ইচ্ছা করবে। তোমার প্রভু বলেন-

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِیْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝۵۵

অর্থ: "তারপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মধ্যখানে দেখতে পাবে।" (সুরা আস-সাফফাত, আয়াতঃ ৫৫)

হে যুবক! জান্নাতে আবার কেউ একজন কৃষি কাজের ইচ্ছে করবে। আল্লাহর রাছূল ﷺ-এর বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন-একদিন আল্লাহর রাছূল ﷺ বললেন-"নিশ্চয় জান্নাতিদের একজন আল্লাহর কাছে কৃষিকাজ করার অনুমতি চাইবে, আল্লাহ তাকে বলবেন তুমি তা কি পাচ্ছ না? লোকটি বলবে অবশ্যই পাচ্ছি। কিন্তু আমি কৃষি কাজ করতে চাই। তারপর সে বীজ বপন করবে। চোখের পলকেই বীজ উৎপন্ন হয়ে বড় হয়ে যাবে। পেঁকে পাহাড়ের আকার ধারণ করবে। (এটি হাদিছের অংশ বিশেষ ছহিহ বুখারী-হা-২২২১)

হে যুবক! জান্নাতে তুমি ঘোড়া চাইলে ঘোড়া পাবে, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, তোমাকে যদি জান্নাতে দাখিল করা হয়, তা হলে সেখানে তোমার জন্য ইয়াকুতের ঘোড়া থাকবে, যার দুটি ডানা থাকবে। তোমাকে তাতে চড়ানো হবে এবং তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছে করবে সেটি তোমাকে নিয়ে সেখানে উড়ে যাবে। (তিরমিযি-হা-২৫৪৪)

হে যুবক! এক কথায় জান্নাত তোমার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণের স্থান। তোমাকে সর্বনিম্ন সেই জান্নাত দান করা হবে। যা, এই দুনিয়ার মতো দশ দুনিয়ার সমান।

হে যুবক! জান্নাতে নিয়ামত সমূহের মধ্যে তোমার জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা হবে তা হলো তোমার প্রভুর দিদার। ছাহাবীগণ ﵃ আল্লাহ্র রাছূল ﷺ-কে জিজ্ঞাস করলেন, হে আল্লাহর রাছূল ﷺ, আমরা কি কেয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন-পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বললেন না, হে আল্লাহর রাছূল ﷺ বললেন মেঘ মুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? তারা বললেন না, হে আল্লাহর রাছূল ﷺ তিনি বললেন, অদ্রুপ আল্লাহতা'আলাকে দেখতে পাবে। (ছহিহ মুসলিম-হা-৪৬৯)

হে যুবক! তোমার জীবনের সমস্ত সাধনা যেন হয় আল্লাহতা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। আমি আবারও বলছি "তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত"।

॥ সমাপ্ত ॥

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ:

১. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে।
২. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্।
৩. মাসজিদে যিরার।
৪. মুক্তির পয়গাম।
৫. তালীমুল ইসলাম
৬. আগে পরীক্ষা পরে জান্নাত।
৭. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত।
৮. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা।
৯. ইসলাম পালনের মূলনীতি।

প্রকাশের পথে

১. মূলত জনকল্যাণকর কাজের উদ্দেশ্যেই ইসলামের আগমন।
২. মিল্লাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।